৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 1997
পৃঃ ৪২ কলাম ৩

দেশে নিরক্ষর লোক ৭ কোটি ২২ লক্ষ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৭ কোটি ২২ লক্ষ ৩ হাজার। ইহার মধ্যে পুরুষ ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৫ হাজার ও নারীর সংখ্যা ৪ কোটি ১৬ লক্ষ ৮ হাজার। শিক্ষামন্ত্রী এ, এম, এইচ, কে সাদেক, গতকাল (রবিবার) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি নূরুল ইসলাম নাহিদের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। একই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

মির্জা আজমের এক প্রশ্নের জবাবে সংসদকার্যে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীর জানান, বাংলাদেশ সচিবালয় ও জেলা প্রশাসক এই দুইটি নাম পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। তবে জনপ্রশাসনকে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাব-

(১১শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে নিরক্ষরতা

(শেষ পৃঃ পর)

দিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে সরকার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করিয়াছে। কমিশনের কোন সুপারিশ পাওয়া গেলে সরকার তাহা পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

কাহার নেতৃত্বে এ কমিশন গঠন করা হইয়াছে জানিতে চাহিলে মন্ত্রী বলেন, একজন সাবেক সচিবের নেতৃত্বে এ কমিশন হইয়াছে। তবে আগের মত ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল-খুশিমতে কিছু করা হইবে না।

অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মহীউদ্দিন খান আলমগীর জানান, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানাদিতে সংসদ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান হইয়া থাকে। তাহারা সময় ও সুবিধা অনুযায়ী এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম এক সম্পূরক প্রশ্ন করিয়া বলেন, আগে বিএনপি সরকারের আমলে এমপিরা স্থানীয় এসব অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করিতেন। বর্তমান সরকার তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? জবাবে মহীউদ্দিন খান আলমগীর ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকারের আমলের পতাকা আইন প্রদর্শন করিয়া বলেন, এ আইনই এখনও বিদ্যমান। বর্তমান সরকার পরিবর্তন করে নাই। তাই সে আমলে এমপিদের পতাকা উত্তোলন এবং বর্তমানে বন্ধ করিয়া দেওয়ার বিষয়টি সঠিক নহে। ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, আমি বহুবার এমপি হইয়াছি কোন সময় পতাকা উত্তোলনের সুযোগ পাই নাই। এখন আইনে যাহাই থাকুক না কেন ভবিষ্যতে এমপিদের জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে স্থানীয়ভাবে পতাকা উত্তোলনের বিধান চালু করা হইবে কিনা এ সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, এ বিষয়ে সরকার যথাসময়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ডঃ মহীউদ্দিন খান আলমগীরের প্রশ্নোত্তরকালে বিএনপি সদস্যরা বিভিন্নভাবে হৈ চৈ করে। তাহারা প্রতিমন্ত্রীর উত্তরকে কটাক্ষ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ তুলে এবং একজন সদস্য তাহাকে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসাবে আখ্যা দেন।